দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JAN. ২৯ 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে তথ্য-সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বানোয়াট ও দুরভিসন্ধিমূলক আষাঢ়ে গল্প সাজানো হচ্ছে

ইসলামী ঐক্যজোট সভাপতি শায়খুল হাদীস হযরত মাওঃ আজীজুল হক, সহ-সভাপতি মাওলানা মুহীউদ্দিন খান এবং মহাসচিব মুফতী ফজলুল হক আমিনী এক বিবৃতিতে তালেবান এবং ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী হওয়ার কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে কিছুসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষক এবং দ্বীন প্রচারে নিয়োজিত কিছুসংখ্যক দেশী-বিদেশী ধর্মপ্রাণ মানুষকে গ্রেফতার, রিমান্ডে এনে পরিকল্পিত 'তথ্য' আদায় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে তথ্য-সন্ত্রাসের তাণ্ডব সৃষ্টির বানোয়াট ও দুরভিসন্ধিমূলক হীন চেষ্টার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন,

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ইসলামী ঐক্যজোট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ইসলামী এনজিও কর্তৃক এদেশের গরীব জনসাধারণের মধ্যে পবিত্র কোরআন শিক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলের প্রায় পাঁচশত কোরআনী মক্তবের শিক্ষককে বেতন সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এসব শিক্ষক নূরানী তালীমুল কোরআনের দ্বারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত। এই নিছক ধর্মীয় কাজটিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এসব নিরীহ শিক্ষক ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নির্যাতন করা কোরআন শিক্ষার এই শুভ প্রয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারী দিবাগত রাতে প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা প্রয়াসের অভিযোগে অকুস্থল থেকে যাদের আটক করা হয়েছে তারা কেউ মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত নয়। কিন্তু তার পরপরই কিছুসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পর্কিত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করা এদেশ থেকে কোরআনের শিক্ষা উৎখাত করারই একটা গভীর ষড়যন্ত্র বলে আমরা মনে করি। বিবৃতিতে তাঁরা আরো বলেন, আমাদের জানা মতে, দক্ষিণ আফ্রিকার উল্লেখিত ইসলামী এনজিও এদেশে রেজিস্ট্রীকৃত এবং প্রধানতঃ দেশের গুচ্ছগ্রামগুলোতে কোরআনী শিক্ষার মক্তব প্রতিষ্ঠা ও মক্তবের শিক্ষকদেরকে বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করেছে মাত্র। শিশুদের ইসলামী শিক্ষা প্রচারের এই প্রকল্প প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক জনাব আহমদ সাদেক তদারক করেন এবং মাসে অনূন দশ লক্ষ টাকা খরচ করে থাকেন। যা তার দেশের বিভিন্ন মুসলিম ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত প্রদান করে থাকেন।

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, গুচ্ছগ্রামের গরীব ছিন্নমূল শিশুদের মধ্যে কোরআনের শিক্ষা প্রদানের এই প্রয়াস দমন করার জন্য যে অপপ্রয়াস শুরু হয়েছে, এ সম্পর্কে একটি উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠান করে আমরা প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি। একশ্রেণীর সংবাদপত্রের অতিউৎসাহী ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা রীতিমত উদ্বেগজনক।

প্রাথমিক কোরআন শিক্ষা ব্যাহত করার জন্য যেসব আষাঢ়ে গল্প সাজানো হয়েছে সেসবের স্বরূপ উদঘাটন করে আমরা খুব শীঘ্রই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দেশবাসীকে পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানিয়েছেন, কবি শামসুর রাহমানের ওপর হামলার অজুহাতে দেশের আলেম ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ইসলামীমনা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, ইসলাম বিদ্বেষী বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। শতকরা ৯০ জন মুসলমানের দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কোন সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। তারা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় ছাত্র-জনতা এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের সদস্য ও সাবেক এমপি মাওলানা আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে বলেন, কবি শামসুর রাহমানের ওপর হামলার অজুহাত সৃষ্টি করে দেশের ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও ইসলামী চেতনাসমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাচরিতার্থ করার এক মারাত্মক অপপ্রয়াস লক্ষ্য করে তৌহিদী জনতা স্তম্ভিত। বিবৃতিতে তিনি বলেন, একথা স্পষ্ট যে, এ দেশ হতে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে উৎখাত করার লক্ষ্যে এক শ্রেণীর লোক ও কয়েকটি সংবাদপত্র অহর্নিশি কাজ করে যাচ্ছে। মিথ্যা বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে এরা প্রশাসন ও জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকে। এদের বিপরীতে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীগণ সাহিত্য-সাংবাদিকতা বিভিন্ন সেবা ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

দৈনিক ইনকিলাব

...৭ 1999 ...
কলাম ...

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভায় দাবী

ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসার প্রধানদের পদবী প্রিন্সিপালের পরিবর্তে সুপার লেখার সার্কুলার প্রত্যাহারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহবান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসার প্রধানগণের পদবী প্রিন্সিপালের পরিবর্তে সুপার লেখা সংক্রান্ত সম্প্রতি জারি করা সার্কুলারটি স্ববিরোধী, অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর বিধায় অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট জোর দাবী জানিয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারী (শনিবার) বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমিয়ত সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জমিয়ত নেতৃবৃন্দ, ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রধানদের এক সভায় এ দাবী জানানো হয়।

সভায় বলা হয়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশের ৯ নং অর্ডিন্যান্সের অধীনে প্রণীত বেসরকারী মাদ্রাসার শিক্ষকদের চাকুরী বিধি যা ২২ ডিসেম্বর '৭৯-তে জারি করা হয়েছে তাতে ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানকে প্রিন্সিপাল বলা হয়েছে।

কাজী আনোয়ারুল হক কমিশন রিপোর্টে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯-এর মধ্যে ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানকে প্রিন্সিপাল বলা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১-৩-৮৬ তারিখের ১৯৬ নং জিওর সূত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের বেসরকারী দাখিল-কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন স্কেল সংক্রান্ত জারিকৃত নীতিমালার মধ্যে ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানকে প্রিন্সিপাল বলা হয়েছে।

৩১ অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের দাবী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্তৃক গঠিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি নবায়নের নীতিমালার মধ্যে ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসার প্রধানকে প্রিন্সিপাল বলা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪ অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখে ৩৯৬ নং জিওর সূত্রে জারিকৃত বেসরকারী মাদ্রাসার জন্য প্রযোজ্য জনবল কাঠামোর মধ্যে ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসা প্রধানদের প্রিন্সিপাল বলা হয়েছে। সুতরাং স্মারক নং শিম/শা ১৬/কমিটি-১/৯৭/৮৭৫ (১৫) তারিখ ১৭-১১-৯৮ ইং বিষয় ঃ মাদ্রাসার স্তরভিত্তিক নামকরণ এবং মাদ্রাসা প্রধানদের পদবীর ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার প্রসঙ্গে, সূত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৭৮-এর ২ ধারার (এ)(ই)(জি)(এল)(টি) এবং ভি উপধারা সার্কুলারের মাধ্যমে আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানদের পদবী পরিবর্তন করে সুপার লেখার অনুরোধ স্ববিরোধী অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর।

সভায় এ সম্পর্কে আরো যুক্তি প্রদর্শন করে বলা হয় যে, ১৯৭৮ সালের পর থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন কমিটি কমিশনের রিপোর্ট এবং সরকারী জারিকৃত জিওর ভিত্তিতে আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসার প্রধানদেরকে প্রিন্সিপাল এবং এ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক অন্যান্য শিক্ষকদের পদ বিন্যাস, তাদের বেতন ভাতা প্রদান, প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি, মঞ্জুরি পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম যথানিয়মে চলে আসছে। সরকারের সাথে মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের রয়েছে অত্যন্ত সুসম্পর্ক। এমতাবস্থায় এমন একটি স্ববিরোধী ও বিভ্রান্তিকর সার্কুলার জারির মাধ্যমে সারাদেশের কামিল, ফাজিল এমএবিএ ডিগ্রী ধারী বেসরকারী মাদ্রাসাসমূহের লাখ লাখ কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ অসন্তোষ ও হতাশা সৃষ্টির রহস্য কি? তাই এ স্ববিরোধী, অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর সার্কুলারটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

সভায় আরো বলা হয়, যেহেতু ১৯৭৮ সনে শিক্ষকদের চাকরিবিধি তৈরী হয়নি। সাধারণ শিক্ষার স্তরের সাথে মাদ্রাসার শিক্ষার পদের সমন্বয়সাধন করা হয়নি। পাঠক্রম পাঠ্যসূচী, শিক্ষক নিয়োগ বেসরকারী এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার স্বীকৃতির পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাসহ বেতনভাতা প্রদানের সুস্পষ্ট নীতিমালাও তৈরী হয়েছিল ন তাই পরবর্তীতে সুদীর্ঘ সময়কালে এসকল ব্যাপারে যে সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষা অধ্যাদেশ ৯ নং অর্ডিন্যান্সেরই সংশোধন প্রয়োজন ছিল এবং আমরা জানি এ প্রক্রিয়াও অব্যাহত আছে। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত অর্ডিন্যান্স সংশোধন করার জন্যই জোর দাবী জানাচ্ছি।

সভায় দেশের সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য প্রণীত নীতিমালার ন্যায় স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্যও নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জারিকৃত সকল স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদান এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

সভায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে বলা হয়, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন সর্বস্তরের বেসরকারী মাদ্রাসার সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের একক ও একমাত্র সংগঠন। এই সংগঠন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও পেশাজীবী শিক্ষক সংগঠন। সরকারের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় এই সংগঠন মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে এবং অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষা ও এর শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কতিপয় বিভ্রান্ত ব্যক্তি এর সুনাম ক্ষুণ্ন করা ও শিক্ষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সর্বস্তরের মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের এদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য সভায় উদাত্ত আহবান জানানো হয়।

সভা পরিচালনা করেন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন- মহাসচিব মাওলানা এমএ লতিফ, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা রুহুল আমিন খান, মহানগরী সভাপতি মাওলানা মুহাঃ ইউনুস, বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা নুর মোহাম্মদ খান, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আবদুর রহমান বেলাসী, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাঃ ইউনুস, অধ্যক্ষ মাওলানা শাব্বির আহম্মদ মমতাজী, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা শফিউদ্দীন ভূঁইয়া, মাওলানা মোসলেউদ্দীন, অধ্যক্ষ মাওলানা কাফিলুদ্দীন সরকার, অধ্যক্ষ মাওলানা অধ্যক্ষ মাওলানা জাইনুল আবেদীন, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রশিদ, মাওলানা গিয়াস উদ্দীন, মাওলানা আবদুল বাতেন, মাওলানা মাছুম বিল্লাহ, অধ্যক্ষ্য মাওলানা আঃ খালেক, অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

সবার শেষ পর্যায় জমিয়ত সভাপতি মাওলানা এম, এ, মান্নান তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় জমিয়াতের ইতিহাস, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গঠনের ইতিবৃত্ত, বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন স্কেল, চাকরিবিধি ইত্যাদি প্রবর্তনে তার ও জমিয়াত নেতৃবৃন্দের অবিরাম কর্মতৎপরতার প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, এক সময় বেসরকারী শিক্ষকগণ যথাক্রমে ৩, ৫, ১০, ২০ টাকা প্রতিমাসে সরকার থেকে ডিএ লাভ করতেন। সেই থেকে আজকের এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার পেছনে যে সীমাহীন ত্যাগ, অটুট ঐক্য এবং নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক কার্যক্রম জমিয়ত চালিয়ে আসছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি জমিয়তকে আরো শক্তিশালী করার জন্য দেশের সর্বস্তরের মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

সভা শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া মুনাজাত করা হয়।